1. Derive the term উপনিষদ্ unfolding the implication of each component of the word. Write a short essay on the fundamental doctrine of the Upaniṣad.

উত্তর। উপনিষদ্ কথাটির অর্থ সম্পর্কে মতভেদ আছে। শব্দটির ব্যুৎপত্তি—উপ + নি- √ সদ্ + ক্বিপ্। 'উপ' এই অব্যয়টির অর্থ 'সমীপে' বা 'কাছে'। কত কাছে তা না বলায় এর অর্থ হতে পারে 'সবচেয়ে কাছে'। আমাদের সবচেয়ে কাছে হল আত্মা। তাই অব্যয়টির অর্থ হতে পারে 'আত্মা'। অব্যয়টির অন্য অর্থ 'সত্বর'। 'নি' এই অব্যয়টির অর্থ 'নিশ্চিতরূপে'। সদ্ ধাতুর অর্থ—প্রাপ্তি, অবসাদন বা উচ্ছেদ এবং শিথিলীকরণ। 'ক্বিপ্' প্রত্যয়টি বিদ্যা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগতভাবে উপনিষদ্ কথাটির অর্থ—যে বিদ্যা দ্বারা সত্বর নিশ্চিতরূপে আত্মস্বরূপের জ্ঞানলাভের ফলে আত্মা সম্পর্কে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি ভ্রম শিথিল হয়ে শোকমোহাদিরূপ সংসারের মূল উচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যের বিশেষ জ্ঞান তথা উপলব্ধি ঘটে, সেই বিদ্যার নাম উপনিষদ। শঙ্করাচার্য এই মত পোষণ করেন।

অন্যভাবে বলা যায়—যাঁরা ব্রহ্মবিদ্যার কাছে (উপ) উপস্থিত হয়ে নিশ্চয়ের সঙ্গে (নি) এই বিদ্যার অনুশীলন করেন, ব্রহ্মবিদ্যা তাঁদের সংসারের বীজস্বরূপ অবিদ্যা প্রভৃতি বিনাশ (সদ্) করে। তাই এই ব্রহ্মবিদ্যার নাম উপনিষদ।

ম্যাক্সমুলারের মতে গুরুর নিকট বসে দার্শনিক বিদ্যা আয়ত্ত করা হত বলেই এই বিদ্যার নাম উপনিষদ।

ডয়সেনের মতে উপনিষদ কথাটির অর্থ 'গোপন বৈঠক'।

নবীনদের মতে পরিষদ ও সংসদের মত উপনিষদ শব্দের অর্থ গুরুর নিকটে বসে বৈঠক। কালক্রমে ঐ সকল বৈঠকে যে আত্মবিদ্যার আলোচনা হত, তাও উপনিষদ্ নাম লাভ করেছে।

উপনিষদ্ শব্দের অপর অর্থ রহস্যবিদ্যা। আত্মবিদ্যা অত্যন্ত গূঢ়, গভীর, দুর্গম এবং সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত দুর্বোধ্য। তাই সকলের নিকট এই বিদ্যার আলোচনা না করে বিশেষ ভাবে অধিকারীরূপে পরীক্ষিত শিষ্যদের সঙ্গেই গোপনে আত্মবিদ্যার আলোচনা করা হত। তাই এটি রহস্যবিদ্যা বলে এর নাম উপনিষদ্।

উপনিষদের মূল শিক্ষা—সৃষ্টি, স্রষ্টা এবং উভয়ের সম্পর্কের তত্ত্ব তথা রহস্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধান উপনিষদের অন্যতম মুখ্য বিষয়। উপনিষদ-মতে বিশ্ব হল সৃষ্টি, স্রষ্টা হলেন ব্রহ্ম এবং উভয়ের মধ্যে উভয়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশ্বশক্তি বিশ্বের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে ; সেই শক্তিই বিশ্বের আশ্রয় এবং সেই শক্তিই বিশ্বকে একত্বমণ্ডিত করেছে। ব্রহ্ম সব কিছু ব্যাপ্ত করে আছেন, সবকিছু ধারণ করে আছেন এবং সব কিছুর অন্তরে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে সংক্ষেপে তাই বলা হয়েছে যে, এই সব কিছুই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মেই তাদের জন্ম, পুষ্টি ও বিলয় ("সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি।" ৩। ১৪। ১)। ব্রহ্মই জগতের উপাদান

Scanned with CamScanner

কারণ তথা মূলতত্ত্ব। সেই উপাদানই বিভিন্ন রূপে প্রকট হয়ে নামের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে বহুরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে তাই বলা হয়েছে—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" (৬।১।৪)। ব্রহ্মই আবার বিশ্বের অভ্যন্তরে থেকে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে—"এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ" (৩।৮।৯)। বিশ্বসৃষ্টির একটি উদ্দেশ্যের কথাও উপনিষদে বলা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যকারণ হল রসের আস্বাদন। এই রস যেন এক অহৈতুকী আনন্দ, এক শিল্পতাত্ত্বিক অনুভূতি ; ব্রহ্মের আনন্দময় সত্তার প্রকাশের জন্যই যেন সৃষ্টি। একা থেকে ব্রহ্ম আনন্দ পেলেন না। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে—"আত্মৈব ইদমগ্র আসীৎ...। স বৈ নৈব রেমে...। ...স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।" (১।৪।১, ১।৪।৩)। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি।।" (২।৭)।

উপরে আলোচিত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিশ্বজগৎ একটি অঙ্গবিশিষ্ট অঙ্গীরূপে পরিকল্পিত যা বিশুদ্ধভাবে এক নয়, সকলকে জড়িয়ে এক। ব্রহ্মই তার উপাদানকারণ, রূপকারণ, নিমিত্তকারণ ও উদ্দেশ্যকারণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"যে ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলন-ঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ, গন্ধ, গীত করিছে রচনা।"

অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের মতে বিশ্বসত্তা অবিভাজ্য ও এক। ব্রহ্মই সত্য, সকল অবস্থাতেই তিনি এক ও অদ্বিতীয়, কোন অবস্থাতেই তিনি বহু হন না। জীব তথা দৃশ্যমান জগৎ প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই, ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়। উপযুক্ত আলোর অভাবে যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম (illusion ব সালম্বন ভ্রম) হয়, তেমনি অজ্ঞান বা মায়ার প্রভাবে আমরা ব্রহ্মের স্বরূপের পরিচয় পাই না, তাকে বিকৃতরূপে দেখি, বহুরূপে দেখি। মায়া বা অজ্ঞানের আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তির প্রভাবেই এরূপ হয়। এই জগৎ তাই সৎও নয়, আবার একেবারে অসৎও নয়, তা সদসৎ। দৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত, তা ব্রহ্মই ; ভুল করে আমরা তাকে বহুরূপে দেখি। মায়াও আবার ব্রহ্ম থেকে পৃথক নয়, বহ্নির দাহিকা শক্তি যেমন ব্রহ্ম থেকে পৃথক নয়। সুতরাং ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্। বৃহদারণ্যকোপনিষদেও মায়ার কথা আছে—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" (২।৫।১৯)। জীব ও ব্রহ্মের অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য প্রতিপাদনই উপনিষদগুলির প্রধান আলোচ্য বিষয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে—"য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি, তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি" (১।৪।১০)। এই উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য নেতিবাদের সাহায্যে আত্মার বা ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাতে চেয়েছেন, কারণ তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন—"স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন গৃহ্যতে" (৪।৪।২২)। কঠোপনিষদে স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে যে, আত্মা বা ব্রহ্ম অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, অগন্ধ, অনাদি, অনন্ত ইত্যাদি—

Scanned with CamScanner

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।।"

বায়ুর অপসারণে সমুদ্র যেমন তরঙ্গহীন শান্ত হয়ে যায়, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা অজ্ঞান, অবিদ্যা বা মায়া অপসারিত হলে ব্রহ্মও তেমনি নির্গুণ স্বরূপে বিরাজ করেন।

উপনিষদে প্রাণতত্ত্বও আলোচিত হয়েছে। অন্তঃকরণের বুদ্ধিবৃত্তিই প্রাণ। আত্মার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ যেমন, প্রাণের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ তেমনিই।

জন্মান্তরবাদও উপনিষদে আলোচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে কর্মফলবাদও আলোচিত হয়েছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে যে, জীব যেমন কর্ম করে, তেমন ফল লাভ করে। ব্রহ্মভাব লাভ না করা পর্যন্ত জীব লোক থেকে লোকান্তরে যায়।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিষ্যের প্রতি আচার্যের উপদেশের মাধ্যমে সুন্দর নীতিবাদ প্রচারিত হয়েছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদেও সংযম, সম্প্রদান ও দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে—"দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্" (৫।২)।

উপনিষদ আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও অবিমিশ্র সুখলাভ রূপ মোক্ষের সন্ধান দিতে চেয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে উপনিষদের একটি বড় শিক্ষা হল 'অভীঃ' অর্থাৎ ভয়হীনতা। সেই সঙ্গে উপনিষদ দিয়েছে ত্যাগ, মৈত্রী ও সর্বত্র সমদর্শনের বিশ্ববন্দিত মহান শিক্ষা।

2. Describe the nature of Brahman from the standpoint of the Bṛhadāraṇyakopaniṣad.

উত্তর। সকল উপনিষদের মত বৃহদারণ্যক উপনিষদেরও মূল প্রতিবাদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব। অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে উপনিষদের বক্তব্য—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই, ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু নয়। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে বা পরমাত্মায় জগদ্ভ্রম হয়। সুতরাং জগৎ মিথ্যা মানে জগৎ অসৎ নয়, সদসৎ। জীব ও ব্রহ্ম অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই। জীবব্রহ্মৈক্যই মূল ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব। অবশ্য বিভিন্ন উপনিষদে সগুণ ও নির্গুণ—এই উভয় ব্রহ্মবোধক বাক্যই পাওয়া যায়। দ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ সগুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক বাক্যগুলিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক বচনগুলিকে তার অনুকূলে ব্যাখ্যা করেছেন। অথচ অদ্বৈত বেদান্তী শঙ্করাচার্য প্রমুখ দার্শনিক সগুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক বাক্যগুলিকে গৌণরূপে গণ্য করে নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদনের অনুকূলে সেগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। শঙ্করাচার্যের ক্ষুরধার যুক্তিতে অদ্বৈত বেদান্তের মতবাদই জগতে বেশী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও উভয়বিধ বাক্যই আছে এবং শঙ্করাচার্যের ভাষ্যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মের প্রতিপাদনের অনুকূলেই সব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে শারীরক ব্রাহ্মণ নামক চতুর্থ ব্রাহ্মণে এবং মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ নামক পঞ্চম ব্রাহ্মণে ব্রহ্মতত্ত্ব তথা আত্মতত্ত্বের ব্যাপক উপদেশ আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সগুণব্রহ্মের প্রতিপাদক অনেক বাক্য আছে। এখানে বলা হয় যে, এই আত্মা বা জীবাত্মা

Scanned with CamScanner

প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। তিনিই বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময় ইত্যাদি ("স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ...")। আরো বলা হয়েছে যে, ইনি যেরূপ কর্মের ও আচারের অনুশীলন করেন, সেরূপই হন ("যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি")। আবার বলা হয়েছে যে, আত্মা ত্রিকালের প্রভু ("ঈশানং ভূতভব্যস্য")। পরে আবার বলা হয়েছে—আত্মা মহান্, অজ, অন্নভোক্তা এবং কর্মফলরূপ ধনের দাতা ("স বা এষ মহানজ আত্মান্নাদো বসুদানো...")। এই সব উক্তি থেকে আত্মা তথা ব্রহ্ম সগুণ সক্রিয়রূপেই প্রতিভাত হন। কিন্তু অদ্বৈত মতে 'ময়ট্'-প্রত্যয় প্রাচুর্য বা বিকার যে অর্থেই ব্যবহৃত হোক না কেন, আত্মা বা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময় ইত্যাদি হতে পারেন না। বুদ্ধি, মন, প্রাণ প্রভৃতি আত্মার উপাধি। স্ফটিকের পাশে জবাফুল রাখলে জবার লাল রং যেমন স্ফটিকের উপর আরোপিত হয় এবং স্বচ্ছ স্ফটিককে লাল মনে হয়, দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিবশতঃই তেমনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম বা আত্মাকে সগুণ সক্রিয় মনে হয়। অবিদ্যামূলক কর্মফলের সঙ্গে আত্মার ঔপাধিক যোগের উল্লেখের জন্যই আত্মাকে অন্নভোক্তা (বা কর্মফলভোক্তা) এবং কর্মফলদাতা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভের প্রকৃত অধিকারী হতে গেলে আগে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাকে একটি ধাপরূপে গ্রহণ করতে হয়। তাছাড়া নিম্নতর অধিকারীর পক্ষে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা নির্দিষ্ট। তাই সগুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক বিভিন্ন বচন উপনিষদে স্থান লাভ করেছে। সগুণ ব্রহ্মের উল্লেখ তটস্থ লক্ষণমাত্র, স্বরূপ নয়।

ব্রহ্ম বা আত্মা জাতি, গুণ, ক্রিয়া বা দ্রব্যের দ্বারা পরিচ্ছেদ্য নয়। তাই কোন ইন্দ্রিয়ই তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না; বরং ইন্দ্রিয়সমূহের প্রকাশক্ষমতা ব্রহ্মের অস্তিত্বেই সম্ভব। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—"আত্মা প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু, শ্রোত্রেরও শ্রোত্র, মনেরও মন ("প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ")। ব্রহ্ম জ্যোতিরও জ্যোতি ("জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ")। অবশ্য ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে প্রকাশস্বরূপ, প্রকাশক নন।

আত্মা বা ব্রহ্ম মহত্তম তথা বৃহত্তম সত্তা, ত্রৈকালিক সত্য বা শাশ্বত এবং উৎপত্তি প্রভৃতি ছটি ভাববিকারের ঊর্ধ্বে ("অজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ" ৪।৪।২০)। আত্মার কোন কর্মজনিত বৃদ্ধি বা ক্ষয় নেই ("ন বর্ধতে কর্মণা নো কণীয়ান্" ৪।৪।২৩)।

আত্মা প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ বলে বিধিমুখে তার উপদেশ দেওয়া যায় না, নিষেধমুখেই উপদেশ দিতে হয়। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে—"স এষ নেতি নেত্যাত্মা" ৪।৪।১২)। আত্মা বা ব্রহ্ম জরাহীন, মৃত্যুহীন, ভয়হীন ("আত্মাঽজরোঽভয়োঽমরোঽ মৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম' ৪।৪।২৫)। সৈন্ধবলবণের মধ্যভাগ ও বহির্ভাগ যেমন অভিন্ন, সবই লবণাক্ত; তেমনি আত্মারও মধ্য ও বহির্ভাগ বলে কিছু নেই, সবই জ্ঞানময় ("স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব এবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব" ৪।৫।১৩)। এই আত্মাকে বা ব্রহ্মকে 'ইহা নয়, ইহা নয়' এরূপ নেতিবাচকভাবেই জানতে হয় (স এব নেতি নেআত্মা" ৪।৫।১৫)। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, তাই তাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না; তিনি অশীর্য বলে শীর্ণ হন না; অসঙ্গ বলে কিছুতে

আসক্ত হন না ; অবদ্ধ বলে দুঃখ পান না এবং বিকারলাভ করেন না ("অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽ-শীর্যো ন হি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিয্যতি" ৪।৫।১৫)। তিনি সকলের বিজ্ঞাতা, তাই তাঁকে কোন কিছু দ্বারা জানা যায় না ("বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" ৪।৫।১৫)। শব্দসামান্যের মধ্যে শব্দবিশেষ যেমন অন্তর্ভূক্ত, তেমনি আত্মারূপসামান্যে জগৎপ্রপঞ্চ অন্তর্ভুক্ত ("স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যাঞ্চব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায়..." ৪।৫।৮)। প্রকৃতপক্ষে আত্মারূপ অধিষ্ঠানে অবিদ্যাবশতঃ জগতের অধ্যাসের ফলেই ভেদবুদ্ধি ঘটে। আত্মসাক্ষাৎকারের ফলে অবিদ্যানাশ ও জগৎ প্রপঞ্চের বিলয় ঘটলে এক অদ্বিতীয় আত্মা বা ব্রহ্মই বিরাজ করে ("স যথা সর্বাসামপাং সমুদ্র একায়নম্" ৪।৫।১২)। এজন্যই এক আত্মাকে জানলেই সব জানা হয়ে যায় ("আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতম্ ৪।৫।৬)। সব কিছুই প্রকৃতপক্ষে আত্মা বা ব্রহ্ম ("ইদং সর্বং যদয়মাত্মা ৪।৫।৭)। জীবাত্মা ও ব্রহ্ম বা পরমাত্মা একই ("তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মাঽমৃতোঽমৃতম্ ৪।৪।১৭)। এরূপ অতি সুন্দরভাবে বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

ব্যাখ্যা

১। **অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।**
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।। ৪। ৪। ১০।।

মন্ত্রোঽয়ং বৃহদারণ্যকোপনিষদঃ চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থব্রাহ্মণে আম্নাতঃ।

জ্ঞানমার্গস্য স্তুত্যর্থং মার্গান্তরস্য চ নিন্দার্থম্ অত্র উচ্যতে অন্ধমিতি।

আত্মজ্ঞানাদেব মোক্ষঃ কর্মণা তু বন্ধ ইতি সোপপত্তিকং বেদান্তেষু প্রদর্শিতম্। মোক্ষো হি পরমঃ পুরুষার্থঃ। অতঃ স এব লব্ধব্যঃ। জ্ঞানমার্গেণৈব স লভ্যতে। অন্যত্র বিদ্যাশব্দেন আত্মবিদ্যা এব বোধিতা, অত্র তু বিদ্যাশব্দেন বিধিনিষেধপরঃ বেদার্থ এব বোদ্ধব্যঃ। উক্তঞ্চ শঙ্করাচার্যেণ—"বিদ্যায়াম্ অবিদ্যাবস্তুপ্রতিপাদিকায়াং কর্মার্থায়াং ত্রয্যামেব বিদ্যায়াং রতাঃ অভিরতাঃ—বিধিপ্রতিষেধপর এব বেদঃ, নান্যোঽস্তীত্যুপনিষদর্থানপেক্ষিণ ইত্যর্থঃ।" বিদ্যাভিন্না সাধ্যসাধনলক্ষণম্ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম এব অবিদ্যাশব্দেনোচ্যতে।

জ্ঞানমার্গাশ্রিতা এব মুচ্যন্তে। স্বর্গাদিকামপরাঃ সংসারপরবশা নরা অবিদ্যা-সেবয়া কর্মমার্গমবলম্ব্য নিরন্তরং জন্মমৃত্যুচক্রে আবর্তন্তে। কেবলম্ অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণাম্ অবিদ্যাম্ অনুবর্তমানাঃ কামিনঃ অদর্শনাত্মকং তমঃ প্রবিশন্তি। কামবশাৎ তে কেবলং সংসরন্তি ইত্যর্থঃ। যে তাবদ্ বিধিনিষেধপরং বেদার্থমেব সাকল্যেন জানন্তি। জ্ঞাত্বা চ কর্মসু এব নিমজ্জন্তি, উপনিষৎপ্রতিপাদিতাং ব্রহ্মবিদ্যাং তু বেদসারত্বেন নাবগচ্ছন্তি, তেষাং সংসারাবর্তনং নিয়মমেব। কর্ম হি সংসারফলমেব ন কদাচিৎ মোক্ষদায়কম্।

ঈশোপনিষদ্যপি মন্ত্রোঽয়মাম্নাতঃ। তত্র তু বিদ্যাশব্দেন দেবোপাসনা বোধিতা বিদ্যাকর্মণোঃ পৃথগুপাসনায়াঃ নিন্দয়া বিদ্যাকর্মণোঃ সমুচ্চয়শ্চ উপদিষ্টঃ।।

২। **অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।**
তাং স্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্ত্যবিদ্বাংসোঽবুধো জনাঃ।। ৪। ৪। ১১।।

মন্ত্রোঽয়ং বৃহদারণ্যকোপনিষদঃ চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থব্রাহ্মণে আম্নাতঃ।

অত্র অনাত্মজ্ঞাঃ নিন্দ্যন্তে।

পূর্বমন্ত্রে কর্মপরা অনাত্মজ্ঞা জ্ঞানমার্গাননুসারিণঃ অদর্শনাত্মকং তমঃ প্রবিশন্তীত্যুক্তম্। তত্র কো দোষ ইত্যত্র বর্ণ্যতে।

জ্ঞানহীনানাম্ আত্মজ্যোতিঃসাক্ষাৎকারো ন কদাপি সম্ভবতি। অদর্শনাত্মকেন আত্মবিষয়কাজ্ঞানেন আচ্ছন্নাঃ যে লোকাস্তান্ তে মরণাদনন্তরং বারং বারং প্রতিপদ্যন্তে। তে চ লোকাঃ অসুখাঃ পীড়াদায়কা ইত্যর্থঃ। লোক্যন্তে দৃশ্যন্তে কর্মফলানি ভুজ্যন্তে এষু ইতি ব্যুৎপত্ত্যা লোকশব্দঃ অত্র জন্ম ইত্যর্থং বোধয়তি। 'তমঃ'-শব্দঃ অত্র অজ্ঞানরূপমন্ধকারম্ অবগময়তি। জন-শব্দোঽত্র জননধর্মাণো প্রাকৃতান্ নরান্ বোধয়তি। মন্ত্রে 'অবিদ্বাংসঃ' ইত্যনেন সামান্যেন জ্ঞানহীনাঃ জনাঃ যথা ন অবগম্যেত তদর্থম্ 'অবুধঃ' ইত্যপি উক্তম্। আত্মাবগমবর্জিতা

Scanned with CamScanner

ইত্যর্থস্তস্য পদস্য। আত্মজ্ঞানাভাবাৎ অজ্ঞানান্ধকারেণ আচ্ছন্নাঃ অবিদ্বাংসঃ পুনঃ পুনঃ জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে তথাতীব পীড্যন্তে চ। সচ্চিদানন্দস্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ বিপর্যয়েণ সংসরণরূপাণাং লোকানাম্ অনন্দত্বং ভবত্যেব। বিহিতাকরণেন শাস্ত্রনিষিদ্ধাচরণেন চ অজ্ঞানতিমিরাবৃতাঃ জনাঃ স্থাবরান্তাধোগতিমপি লভন্তে। তথা চ কঠোপনিষদি—

"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্।। (কঠ ২।২।৭) ইতি।।

ঈশোপনিষদি চ দৃশ্যতে—অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।।" ইতি।।

৩। **যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা।**
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।। ৪। ৪। ১৫।।

মন্ত্রোঽয়ং বৃহদারণ্যকোপনিষদঃ চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থব্রাহ্মণে আম্নাতঃ।

অত্র ব্রহ্মবিজ্ঞানং স্তূয়তে।

যদা কশ্চিৎ মুমুক্ষুঃ কঞ্চিদ্ ব্রহ্মজ্ঞমাচার্যং প্রাপ্য ততো লব্ধপ্রসাদঃ, সন্ তদ্দর্শিতমার্গেণ 'ভূতভব্যস্য ঈশানম্' অর্থাৎ কালত্রয়স্য স্বামিনং 'দেবম্' অর্থাৎ দ্যোতনবন্তং সর্বপ্রাণিকর্মফলানাং যথাকর্মানুরূপং দাতারং বা স্বমাত্মানং পরমাত্মরূপেণ 'অঞ্জসা পশ্যতি' অর্থাৎ সাক্ষাৎ কর্তুং প্রভবতি, তদা স সর্বত্র সমদর্শনঃ সন্ কুতশ্চিদপি ন বিভেতি অতএব চ তস্মাদ্ ঈশানাদ্ আত্মানং 'ন বিজুগুপ্সতে' অর্থাৎ ন বিশেষেণ গোপায়িতুমিচ্ছতি। সর্বো ভেদদর্শী লোকঃ ঈশ্বরাদ্ গুপ্তিমিচ্ছতি। অয়ং তু একত্বদর্শী ন বিভেতি কুতশ্চন। ভয়ং নাম অবিদ্যয়া সঞ্জায়তে। ব্রহ্মজ্ঞস্য তু অবিদ্যাব্যপগমাদ্ ভয়ং নাস্তি। কিঞ্চ 'অভয়ং বৈ ব্রহ্ম' ইতি প্রসিদ্ধং লোকে। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইতি চ শ্রুতিঃ। অতএব জীবব্রহ্মৈক্যদর্শী ন বিভেতি কুতশ্চন। অথবা 'বিজুগুপ্সতে' ইত্যস্য হি নিন্দতীত্যর্থঃ। তথা চ শঙ্করাচার্যঃ—"কোঽপি ঈশানং দেবম্ অঞ্জসা আত্মত্বেন পশ্যতি, ন তদা নিন্দতি বা কঞ্চিৎ, সর্বমাত্মানং হি পশ্যতি, স এবং পশ্যন্ কমসৌ নিন্দ্যাৎ।" ইতি। দ্বৈতদর্শনে এব নিন্দা প্রসরতি। সর্বাত্মদর্শিনস্তু নিন্দানিমিত্তবিষয়ান্তরাজ্ঞানাভাবাৎ নিন্দাপ্রবৃত্তিঃ ন জায়তে ইতি তাৎপর্যম্।।

৪। **মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।**
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।। ৪। ৪। ১৯।।

মন্ত্রোঽয়ং বৃহদারণ্যকোপনিষদঃ চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থব্রাহ্মণে আম্নাতঃ।

অত্র ব্রহ্মসাক্ষাৎকারোপায়ঃ প্রদর্শ্যতে।

মন এব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে করণং ভবতি। যদ্যপি "যতো বাচো নিবর্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহ", "মনসা ন মনুতে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যৈর্মনসোঽ সামর্থ্যং বর্ণিতম্, তথাপি অসংস্কৃতস্য মনস এব তদসামর্থ্যং বর্ণিতমিতি মন্তব্যম্। আচার্যোপদেশাগমশ্রবণমনন-নিদিধ্যাসনৈর্মনঃ সংস্কৃতং ভবতি। এবং সংস্কৃতং মনস্তু ব্রহ্ম বিষয়ীকর্তুমলম্। অবিদ্যাবশত এব জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানাদিভেদজ্ঞানং জায়তে। পরেঽদ্বয়ে ব্রহ্মণি তু নানাত্বমণুমাত্রমপি ন ভাসতে। ভেদদর্শী তু পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুভাবং

Scanned with CamScanner

প্রতিপদ্যতে। তস্মাত্তথা ন পশ্যেদিতি তাৎপর্যম্। অবিদ্যাধ্যারোপণব্যতিরেকেণ নাস্তি পরমার্থতো দ্বিতীয়ম্। জীবাত্মা ব্রহ্মৈবেতি সর্ববেদান্তানাং সুনিশ্চিতঃ অর্থঃ। ব্রহ্মদর্শনেনৈব কৃতকৃত্যতালাভো ভবতি জ্ঞানিনঃ। অতো ব্রহ্মসাক্ষাৎকার এব সর্বথা কর্তব্যঃ। বিজ্ঞানৈকরসং নৈরন্তর্যেণাকাশবৎ পরিপূর্ণমদ্বয়ং ব্রহ্মৈবাহমস্মীতি পশ্যেদিতি শ্রুতিবাকস্যাস্য তাৎপর্যম্।।

৫। অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন।

বচনমিদং বৃহদারণ্যকোপনিষদঃ চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চমব্রাহ্মণাদুদ্ধৃতম্।

অত্র বিত্তৈষণাসন্ন্যাস উচিত ইতি ব্যজ্যতে।

পুরা যাজ্ঞবল্কস্য ঋষেঃ দ্বে ভার্যে বভূবতুঃ—মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ। তয়োঃ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণা আসীৎ কাত্যায়নী তু সামান্যস্ত্রীজনস্বভাবা। অথ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সন্ন্যাসং লিপ্সুঃ বিত্তেন পত্নীদ্বয়ং সংবিভজ্য প্রব্রজিতুং মৈত্রেয্যাঃ সম্মতিমযাচত। তদা মৈত্রেয়ী ধনপূর্ণয়াপি পৃথিব্যা সা অমৃতা স্যান্নবেতি যাজ্ঞবল্ক্যং পৃষ্টবতী। তত্র প্রতিবচনমিদম্।

যথৈব লোকে উপকরণবতাং সাধনবতাং জীবিতং সুখোপায়ভোগসম্পন্নম্, তথৈব বসুপূর্ণপৃথিবীলাভেন মৈত্রেয্যাঃ জীবিতং স্যাৎ। বিত্তেন শাস্ত্রবিহিতম্ অগ্নিহোত্রযাগাদি সর্বং কর্ম চ সাধয়িতুং শক্যেত। ততশ্চ পিতৃলোকপ্রাপ্তিশ্চ সম্ভবেৎ "কর্মণা পিতৃলোকঃ" ইতি শ্রুতেঃ। দেবতাজ্ঞানেন চ ধনসম্পাদিতোপকরণসম্পন্নে কর্মানুষ্ঠানে দেবলোকপ্রাপ্তিরপি সম্ভবেৎ "বিদ্যয়া দেবলোকঃ" ইতি শ্রুতেঃ। কিন্তু পিতৃলোকাদীনাং কর্মফলানাম্ অবিদ্যামূলকত্বান্নাস্তি নিত্যতা। দেবতানামমরত্বমপি আপেক্ষিকমেব। অতঃ দেবাত্মভাবপ্রাপ্ত্যাপি ন সম্ভবতি অমৃতত্বলাভঃ। উক্তঞ্চ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াম্—"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকং বিশন্তি" ইতি. "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন" ইতি চ। প্রকামেন ধনেন আপাতসুখোপায়াঃ সম্পদ্যন্তে, ন তু অমৃতত্বং মনসাপি প্রাপ্যতে। অতএব সাধূক্তং ব্রহ্মজ্ঞেন যাজ্ঞবল্ক্যেন 'অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন' ইতি।

Scanned with CamScanner

ঝর্ণা ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত 'বৃহদারণ্যকোপনিষদ' গ্রন্থ থেকে   ছাত্রছাত্রীদের এই তথ্য দিতে পেরে আমি মাননীয়া সম্পাদিকা ঝর্ণা ভট্টাচার্য্য র প্রতি কৃতজ্ঞ ।

ধন্যবাদান্তে

অমিত গঙ্গোপাধ্যায়

সংস্কৃতবিভাগ

দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়,বনগাঁ

Scanned with CamScanner